

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড

বরিশাল

স্মারক নং -বশিবো.কলেজ.অনু: ২০১৭.৬৮৯৩

তারিখ : ২৪.১২.২০১৭

বিষয় : উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির (একাদশ) শিক্ষার্থীদের ট্রান্সফারের অনুসরণীয় নীতিমালা

আগামী ০১-০১-২০১৮ থেকে ৩০-০৪-২০১৮ পর্যন্ত শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ট্রান্সফারের কার্যক্রম। এ ট্রান্সফারের জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে নির্ধারিত নীতিমালা থাকার পরও কোন কোন অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষার্থীদের আবেদনে নীতিমালার বাইরে ট্রান্সফারের জন্য সুপারিশ করছেন। এমনকি যে কলেজে যেতে চায়, সে কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ও স্বাক্ষর করছেন-যা অনভিপ্রেত। এ প্রেক্ষিতে ট্রান্সফারের নীতিমালার সুনির্দিষ্ট কিছু ধারা সকলের অবগতির জন্য উপস্থাপিত হলো। যা সকলকে মেনে চলার জন্য নির্দেশক্রমে বলা হলো -

০১. মোট শিক্ষার্থীর ১০% শিক্ষার্থী ট্রান্সফারের নীতিমালার আওতায় আবেদন করতে পারবে। তবে অবশ্যই এই ১০% আসন শূন্য থাকতে হবে। (ধারা -০৩)

০২. অনেক সময় দেখা যায় যে, অধ্যক্ষ মহোদয়েরা লিখে থাকেন, “ আসন শূন্য নেই, কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলে আপত্তি নেই।” এ ধরনের লেখা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এ ধরনের কোন মন্তব্য না করার জন্য নির্দেশক্রমে বলা হলো।

০৩. একই শহরের মধ্যে অবস্থিত কলেজে ট্রান্সফারের আবেদনের কোন সুযোগ নেই। (ধারা - ১৪)। এ প্রেক্ষিতে একই শহরের মধ্যে অবস্থিত কলেজে ট্রান্সফারের আবেদনে কোন স্বাক্ষর না করার জন্য সকল কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়কে বলা হলো।

০৪. ছাড়পত্রে উল্লিখিত উপযুক্ত তথ্য সংযুক্ত ব্যতীত কোন অধ্যক্ষ যেন ছাড়পত্রে স্বাক্ষর না করেন। (০৫)।


ড. মো: লিয়াকত হোসেন

কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড
বরিশাল।

০৫. একই শহরের মধ্যে অবস্থিত কলেজে ট্রান্সফারের আবেদনের কোন সুযোগ নেই। (ধারা - ১৪)। এ প্রেক্ষিতে একই শহরের মধ্যে অবস্থিত কলেজে ট্রান্সফারের আবেদনে কোন স্বাক্ষর না করার জন্য সকল কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়কে বলা হলো।

০৪. ছাড়পত্রে উল্লিখিত উপযুক্ত তথ্য সংযুক্ত ব্যতীত কোন অধ্যক্ষ যেন ছাড়পত্রে স্বাক্ষর না করেন। (০৫)।